অধ্যাপক শ্রীমান্ গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় প্রাক্তন ধারার একজন কবি। ইঁহার কবিতাগুলি নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। এগুলির অঙ্গ খনন ক'রলে মনন পাওয়া যায় না বটে, তবে কিছু কিছু রসই পাওয়া যায়। এই বইখানি তাঁর প্রথম কবিতার বই। কবিতাগুলিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস (আজকাল্‌কার ইংরাজি-নবিশ লেখকের ভাষায় প্রতিশ্রুতি) দেখা যায়। আমি এগুলি সম্বন্ধে কোন অত্যুক্তি করতে চাই না। আমার নিজের ভালো লেগেছে কবিতাগুলি। ভাষার পরিপাট্য, ছন্দের পরিচ্ছন্নতা ও বৈচিত্র্য ও চিত্রাঙ্কন-কুশলতা সেগুলিকে হৃদ্য ক'রে তুলেছে। আমার মনে হয় সংস্কারমুক্ত পাঠকের ভালোই লাগবে।

শ্রীকালিদাস রায়

লিখতুম প্রবন্ধ, লিখতুম গল্প। তারপর কেমন ক'রে, কিসের প্রেরণায় লিখলুম কবিতা, জানি না। পত্রিকায় বেরুল কবিতা। সমঝদারের প্রশংসাও পেলুম না যে তা নয়। তারপর থেকে বেশী কবিতাই লিখি। যার প্রেরণায় আমার কবিতা এল, যে আমার হাত থেকে প্রবন্ধ লেখার লেখনী কেড়ে নিয়ে কবিতার লেখনী দিয়ে দিলে, তাকে জানি না, চিনি না বলেই তা'কে অনামিকা নাম দিয়েছি। আমার প্রথম কাব্যও তাই তা'কে নিয়েই।

'অনামিকা' কবিশেখরের পরিচয়-পত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রল। এ যে আমার কী সৌভাগ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি সত্যই ধন্য, কৃতার্থ।

এই সঙ্গে আর একজনকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা না জানালে সমস্ত প্রচেষ্টাই অপূর্ণ থেকে যায়। বাংলার মহিলা-কবি ও চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধেয়া হাসিরাশি দেবী 'অনামিকা'র প্রচ্ছদ-চিত্রটি এঁকে দিয়ে যে রূপদান করেছেন, তার জন্য তাঁকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে একটা কথা না বললে কথা শেষ হবে না। যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠ সহযোগিতায় 'অনামিকা'র প্রকাশ সম্ভব হোল তিনি হচ্ছেন আমার অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ্বর কবি শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত। তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তা'তে কৃতজ্ঞতা জানান চলে না। তাই তা' থেকে বিরত রইলুম।

দোল-পূর্ণিমা, ১৩৬৫
গার্লস্ কলেজ, হাওড়া

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

করকমলেষু

অনামিকা

তোমারে দেখেছি বন্ধু দিনান্তের গোধূলি-আকাশে,
ত্রিযামার নামে যেথা আভাসিত সুষুপ্তি-অঞ্চল ;
উষসীর আলো-ছায়ে অস্ফুট আলোক-বিকাশে,
'অম্বুধির ঊর্ম্মি মাঝে তরঙ্গিত সফেন, চঞ্চল।

রজনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুনি যেন তব আহ্বান,
নক্ষত্রের দৃষ্টি মাঝে হেরি যেন তব হাতছানি ;
রহস্যের গুপ্তকক্ষে তুমি আছ চির-দীপ্যমান,
মহাকাল সুপ্ত বক্ষে আছে তব পুঞ্জীভূত বাণী।

দিবস-শর্ব্বরী মাঝে তুমি রও চির-প্রহেলিকা,
তুমি স্থির ধ্রুবতারা অজ্ঞাত ভবিষ্যের মাঝে ;
শাশ্বত জীবন মাঝে অচঞ্চল চির-অনামিকা,
অতন্দ্র চেতনা শেষে তব শিঞ্জিনী শুনি বাজে।

এ জীবন হ'ত যদি বলাকা

বলাকা ভেসে চলে আকাশে,
মৃদু তা'র ডানা মেলি' বাতাসে।
গতি তা'র মন্থর,
মুখরিত অন্তর;
কোথা যাবে কিছু নাহি আভাসে,
বলাকা ভেসে চলে আকাশে।

কত দেশ পার হ'ল অজানা,
ইতিহাসে নেই কোন ঠিকানা।
পথ চলা নেশা তা'র
আকাশের পরপার—
হেথাহোথা নেই কোন নিশানা,
কত দেশ পার হ'ল অজানা।

বলাকা কত এল জীবনে,
কেহ আছে, কেহ নেই স্মরণে।
জীবনের ঝরাপাতা,
স্মৃতিভরা ছেঁড়া খাতা
আজো দেখি ভ'রে আছে নয়নে,
বলাকা কত এল জীবনে।

এ জীবন হ'ত যদি বলাকা,
আকাশের বুকে শ্বেত পতাকা,
অমনি ভেসে ভেসে
অজানা দেশে দেশে
চ'লে যেত এ জীবন শলাকা!
এ জীবন হ'ত যদি বলাকা!

পরিচয়

দূর-পরপারে বনানীর ঘন রেখা,
তারি তটমূলে ছায়া-ঘন নদী-জল,
অস্ত-আকাশে গোধূলির রাঙা লেখা,
অসীমের বুকে বিহগেরা চঞ্চল।

নদীর বুকেতে ছোট ওই তরীখানি
সাদা পাল মেলি ভাসিতেছে দুলে দুলে,
হিমেল বাতাস পরশ দিতেছে আনি,
কোন সুদূরের এপারের কূলে কূলে।

বিরল হ'য়েছে মানুষের আসা-যাওয়া,
নিভৃত এই নদীটির ছোট ঘাটে ;
এপারে ওপারে অপলক শুধু চাওয়া
যুগ-যুগান্তে অমলিন স্মৃতি-বাটে।

সন্ধ্যা-আকাশে তারকা উঠেছে ফুটি,
নদীর বুকেতে নেমে এল কালোছায়া ;
মীড় দিয়ে ওঠে সুরহারা বাণী দুটি,
বিদায় বন্ধু, পরিচয় শুধু মায়া।

দু'দিনের এই সুমধুর জানা-শোনা,
কালের পাতায় হ'য়ে থাক মধু-স্মৃতি,
ধরণীর মাঝে অবিরাম আনাগোনা—
মানুষের বুকে তাই রাজে চির-প্রীতি।

সাঁঝের আকাশে আমি যে সন্ধ্যাতারা
বন্ধু হ'য়ো গো মাটির দোপাটি ফুল ;
তোমার পানেতে রহিব নিমেষ-হারা,
স্মৃতির মিলনে দিনেক হবে না ভুল।

জীবন-বাসর

নীরব নিথর দূর প্রান্তরে আকাশের এক কোণে
ক্ষীণতম চাঁদ নিবু নিবু যেন প্রদীপের সম জ্বলে ;
মুখোমুখি মোরা রয়েছি বসিয়া মৌন নীরব মনে,
ছায়াপথ-ছাওয়া উদার বিরাট, অসীম আকাশ তলে।
দিগন্তিকায় দাঁড়ায়ে রয়েছে সারি সারি তালীবন,
উন্নতশির রোষায়িত আঁখি কালের প্রহরী যেন ;
অশথের শাখে পেচকের ডাকে কেঁপে ওঠে ভয়ে মন,
কোন রহস্যে কুহেলিকাময় আজিকার নিশা হেন।
আঁধারের মাঝে আজিকে মোদের জীবন-বাসর-রাতি,
জোনাকির আলো চোখ টিপে যেন ইসারায় কি যে বলে ;
যুগ-যুগান্তে কত জনমের ছিনু মোরা দুটি সাথী,
গ্রহেতে গ্রহেতে তারায় তারায় মোদের জীবন চলে।
রাত্রির এই স্পন্দিত বুকে ভ'রে আছে কত মায়া,
মেরুর প্রান্তে ডুবে ডুবে যায় হিম-পাণ্ডুর চাঁদ ;
ধরণীর বুকে ধীরে ধীরে নামে আকাশের কালো ছায়া,
দিগন্তরে ভেঙে গেছে যেন অন্ধকারের বাঁধ
নামুক রাত্রি নাহি কোন ভয় তারকার আলো ভাতি,
অজানার পানে অসীমের টানে কার যেন হাতছানি ;
নীহারিকা হ'তে নীহারিকা মাঝে জীবন-বাসর-রাতি,
প্রকৃতির মাঝে তুলিছে রাগিণী অনাহত সেই বাণী।

স্বপ্নশেষ

মনে পড়ে যায় কত কথা আজ কত খেলেছিনু খেলা,
শ্যামল বীথির সবুজ ছায়ায় সকাল সাঁঝের বেলা।
নদীর কিনারে বালুকা বেলায়
ছোট ছোট ঢেউ নেচে ছুঁয়ে যায়,
আপন মনেতে কত যে সেথায়
রচেছিনু খেলাঘর—
উজানের স্রোতে ভেসে গেছে তারা, প'ড়ে আছে বালুচর

মাধবী-বিতানে পূর্ণিমা রাতে একাকী নীরবে বসি'
গেয়েছিনু গান, মিশেছিল সুর আপন শ্রবণে পশি'।
শ্রাবণের মেঘে, বরষার গানে,
তড়িতের ঐ রূপরেখা টানে,
ভেসেছিল রূপ কা'র কেবা জানে
আমার প্রাণের পুরে,
নিদাঘ-নিশাসে পুড়ে গেছে তাহা মিশেছে বেদন-সুরে।

মায়া-মরীচিকা, আলো আর ছায়া ভ্রান্তি আনিছে শুধু
জগতের বুকে সাহারার মরু দেখি বিথারিত ধু ধু—
জীবনে প্রথম নিরাশার বাণী
নিয়ে যায় পুনঃ আশা-পথে টানি,
সে পথেও বাজে বেদানার গানই
ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে
এক দুখ হ'তে আর দুখ-পানে মানব-জীবন চলে।

হে মোর কবিতা-রাণী

জীবনের পথে তব সাথে মোর নিতি নিতি হয় দেখা,
কভু সন্ধ্যায়, কভু বা সকালে, বনানীর ঘন ছায়ে ;
নদীর তটেতে উদাস নয়নে দাঁড়াই যখনি একা,
অথবা যখন কল্পনা-রথে দখিন মধুর বায়ে।
কভু বা শরতে সুনীল আকাশে শুভ্র মেঘের ফাঁকে,
উদয়াচলের হাস্যমুখর অরুণ কিরণ মাঝে ;
রক্তিম আভা অস্ত আকাশে রামধনু যবে আঁকে,
তখনি তোমার অপরূপ রূপ মানস-মাঝেতে রাজে।
জীবন ভরিয়া এমনি করিয়া হে মোর কবিতা-রাণী,
দেখা দিও তুমি সব কাজে মোর সময়ের সব ক্ষণে ;
বাজিয়া উঠুক জীবনের মোর অকথিত যত বাণী,
বীণার তন্ত্রে চঞ্চল তব অঙ্গুলি পরশনে।

সন্ধ্যা

মুখর দিনের শত কল্লোল সমাধি লভিছে ধীরে,
মরণ-পথের যাত্রীর যেন থেমে আসে স্পন্দন ;
ওপারে নামিছে—সন্ধ্যার ছায়া দিনের সাগর তীরে,
অস্ত আকাশে তখনো থামে নি আলোকের ক্রন্দন।
দূর-প্রান্তরে বিজন কাননে, নীরব আকাশ ছেয়ে,
ধীরে ধীরে নামে কাজল রাতের সুনিবিড় যবনিকা ;
আকাশে বাতাসে পূরবীর সুরে কে যেন চলিছে গেয়ে,
নয়নে বুলায় জানি না সে কোন সন্ধ্যার স্বপনিকা।

ঝিল্লীর রবে ঘন হ'য়ে আসে আরো যেন নীরবতা,
জোনাকি আলোয় কথা কয় যেন অতীতের শত স্মৃতি ;
উদাসিনী রাজকন্যার যেন কত গীতি কত কথা,
ভুলে-যাওয়া কোন্ ইতিহাসে তোলে নূতন জীবন-গীতি।
সুদূর অতীত কাছে আসে যেন চেয়ে থাকি অনিমিখ,
কত চেনা মুখ হাতছানি দেয় হৃদয়ের কিনারাতে ;
আজ দেখি হায়, তামসী ছায়ায় ভ'রে গেছে সব দিক,
আগামী দিনের পরিচয় হীন অজানার ইসারাতে।
মৌন অতীত মুখর হ'য়েছে সন্ধ্যার ছায়া লভি',
নিষ্প্রাণ জড়ে জাগিল যে প্রাণ অযাচিত করুণায় ;
নীরব, নিথর হৃদয়ে আমার চঞ্চল আজি সবি,
ভুলে-যাওয়া যত অশ্রু-হাসির মিলনের মোহানায়।
জীবন ভরিয়া এসো তুমি আজ সুন্দরী বিভাবরী,
তোমার রূপের কাজল-মাধুরী ছড়াক তড়িৎ-শিখা ;
কত না শান্তি, কত না বিরতি এনেছ আঁখিতে ভরি,
অনাগত আর অতীতের পাতে তাই তুমি সমাপিকা।

জানাই তোমারে প্রাণের প্রীতিটি

বন্ধু, আজিও ভোলনিক মোরে—বড় লাগে বিস্ময়,
ঝরা বকুলের সুরভিতে ভরা এখনো যে বনতল ;
সূর্য্য গিয়াছে,—গোধূলির আভা তবুও আকাশময়,
উপরে বালুকা, নিম্নে ফল্গু, অবারিত উচ্ছল !
জীবনে তোমার নব রূপায়ণ এসেছে অনেক দিন,
সমারোহে তার কত সংগীত র'য়েছে তোমারে ঘিরে ;
নূতন প্রীতির নব অনুরাগে বেজেছে হৃদয়-বীণ্
মূর্চ্ছনা তার রাঙায় তোমার সকাল সন্ধ্যাটিরে।
তবুও যে দেখি ভোলনিক তুমি গেয়ে-আসা গানখানি,
সে যে গো এখনো ঝঙ্কার তোলে মনের নিভৃত পুরে ;
এখনো যে দেখি পুরানো দিনের সঞ্চিত যত বাণী,
জানায় তোমারে অভিনন্দন অতি-পরিচিত সুরে।
আজি অবেলায় ডেকেছ বন্ধু, তারি বুঝি অনুরাগে,
গোধূলির সোনা সকরুণ আলো লেগেছে বিশ্বময় ;
তোমার প্রাণের স্বর্ণদীপ্তি আমাব আঁখিতে জাগে,
আকাশে-বাতাসে তাই কি তোমার শুনিতেছি—জয় জয় !
বন্ধু, তোমার অতুলন প্রীতি স্বর্গের সুধা-ধারা,
একখানি যেন অরূপ রতন জীবনের সরণিতে ;
স্মরণে যে তাই ভরে ওঠে মন, হই যে আত্মহারা—
কত সঙ্গীত, ফোটে যে কুসুম মরুময় ধরণীতে।
বন্ধু, আমার জানাই তোমারে প্রাণের প্রীতিটি আজ,
জানাই তোমারে বিপুল শ্রদ্ধা অন্তরখানি ভরি' ;
আমার চিত্ত-বীণার তন্ত্রী গাহিবে সকাল সাঁঝ
যে সুরে বাঁধিলে আজিকে আবার অতীত দিনেরে স্মরি'।

ঘেঁটুফুল

সেদিন সে এক মেয়ে,
আনমনে দেখি রয়েছে দাঁড়ায়ে সুদূরের পানে চেয়ে।
কাজল রূপের শ্যামশোভা তার
শ্যামায়িত মাঠে হেরি একাকার,
দূর দিগন্তে তারি মায়া যেন আকাশে গিয়েছে ছেয়ে,
পল্লীর পথে দেখিনু সেদিন চাষীদের এক মেয়ে।
পিঠখানি তার ভরে গেছে দেখি ঘন কালো এলোচুলে,
মাঠের মিঠেল বাতাসের দোলে থেকে থেকে তারা দুলে।
আগোছালো তার এলোমেলো বেশ,
রূপসাধনার নাহি কোন লেশ,
মুখখানি তার মাধুরীতে ভরা—'কোমল কৃষ্ণকলি,
অঙ্গেরি তার সুরভি বহিয়া বায়ু ফেরে চঞ্চলি'।

* *

যেতেছি নগরপথে
হেরিনু কত যে চ'লেছে তরুণী—নানা ছাঁদে নানামতে।
বেশ-বিন্যাসে তা'রা অতুলন,
আঁখি ও হাসিতে আনে শিহরণ,
ফুল-বীথিকার শ্যামল কুঞ্জে তা'রা যেন প্রজাপতি,
বসনে ভূষণে ভরা যৌবনে তা'রা অতি রূপবতী।
রাজার বাগানে দেখেছি কত যে গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া,
চম্পা, চামেলি, বেলা ও হেনায় আকুল ক'রেছে হিয়া;
নেই তারা নেই স্মরণে আমার,
যাহার আছে সে থাকুক তাহার,
বিস্ময় মানি বনপথে যেতে সেদিনের ঘেঁটুফুলে,
রূপে ও সুবাসে ভরিল আমার হৃদয়ের কূলে কূলে।

তীর্থশিলা

প্রভাত-রবির সোনালী কিরণ লাগি'
ধীরে খোলে তব সুপ্ত কোমল আঁখি ;
রঙীন আলোর পরশে ওঠ যে জাগি',
দিয়ে যায় রবি ললাটে আশিস্ আঁকি'।
প্রাণে জাগে তব আলোকের ক্রন্দন,
নব দিবসের আগমনী গান বাজে,
বন-বিহগীর শোন অভিনন্দন,
অনাগত তব দিনেকের শত কাজে।
পথিক-ললনা তোমার বুকেতে এসে
সিক্ত বসনে চ'লে যায় এলোচুলে,
ওপারের আলো চেয়ে থাকে ভালোবেসে,
উচ্ছ্বাস তার ভেঙে পড়ে কূলে কূলে।
কুমারীর পায়ে বাজে মৃদু মঞ্জীর,
তোমার বুকেতে বাজে তা'র রিণিঝিনি,
পুলক-আবেশে তনু করে শির্-শির্
বল যেন তারে "চিনি যেন তোরে চিনি।"
নীরব দুপুরে স্বপন দেখ যে তুমি
কোন অতীতের ছায়াময় কত স্মৃতি,
ধীরে বয়ে যায় কেশপাশ তব চুমি'
উদাস সমীরে এমনি যে নিতি নিতি।
বুকেতে তোমার তরুবীথি-ছায়া দোলে,
আলো-ঝিলমিল পাতার ফাঁকেতে আলো,
নদী-কল্লোলে তোমার যে গীতি তোলে,
তা'রি সুর নিয়ে অতীতের স্মৃতি জ্বালো।

গোধূলি-আলোকে দীপ্ত রাঙিমা আঁকে
তব তনু ঘিরে সলাজ মাধুরী ছবি,
দূর দিগন্তে ছায়াভরা নদী-বাঁকে
ধীরে ধীরে নামে বিরহী, বিদায়ী রবি।
তোমার বুকেতে তীর্থ-শিলার 'পরে
বন্ধুর হাতে বেঁধে দিয়েছিনু রাখী,
সেদিনো এমনি শুভ্র চাঁদিনী ঝরে,
দূরের কোয়েলা ডেকেছিল থাকি' থাকি'।

একা ফেলো আঁখিজল

পাণ্ডুর চাঁদ ডুবিছে আঁধারে পোড়া-বাড়ী পাশ দিয়ে
হাসিখানি তা'র রিক্ততা মাখা চির-বিদায়ের মত ;
চির-অজানার মাঝে অভিযান ব্যর্থ জীবন নিয়ে,
বেদনা-বিরহ, হাসি ও অশ্রু পিছনে ফেলিয়া শত।
স্পন্দনহীনা প্রকৃতি আজিকে, বাতাস বহে না ধীরে,
বেদনা-ব্যাকুল দীরঘ নিশাস শোনা যায় প্রতি ক্ষণে ;
ঝিঁঝিঁদের দল একটানা কাঁদে রাত্রির বুক চিরে,
অস্ত-আকাশে পূরবী বাজিছে চাঁদের বিদায় সনে।
আকাশের বুকে তারকার দল কত যেন ব্যথাতুর,
দৃষ্টি তাদের কহিতেছে যেন কি এক দুঃস্বপন ;
ধরণীর বুকে গুমরিয়া কাঁদে অনাহত সেই সুর,
যাহার লাগিয়া সৃষ্টির মূলে বেদনার পরশন।

অনামিকা

আমি যবে হায়, করিব প্রয়াণ পৃথিবীর গেহ ছাড়ি'
কোন অজানায়, তাহা নাহি জানি কোন্ সে আলোক-তীরে,
জগতের প্রাণ বেদনা-ব্যথায় পারিব কি নিতে কাড়ি' ?
অস্ত-আকাশে পূরবীর সুর বাজিবে কি ধীরে ধীরে ?
বাজিবে না প্রাণ, কাঁদিবে না ধরা অখ্যাত কবি লাগি',
বিশাল পৃথিবী, তা'রি মাঝে তা'র কিবা আছে পরিচয় !
তুমি শুধু একা ফেলো আঁখিজল কবির শিয়রে জাগি',
তাই হবে মোর নূতন জীবনে অমৃত অক্ষয়।

বন্ধু তোমারে খুঁজিয়া পাইব

ঝিম্‌ঝিম্ রবে ঝরিছে বাদল একটানা সারাদিন,
শাওন-আকাশ মেঘাবলুপ্ত, দিবস তপনহীন।
মৌন প্রকৃতি নীরব, নিথর,
বিরাম-বিহীন বারি ঝর-ঝর ;
পূবালী বাতাস থাকিয়া থাকিয়া ব'য়ে যায় ধীরে ধীরে,
হৃদয় আজিকে অতীতের পানে শুধু চায় ফিরে ফিরে।

মনে প'ড়ে যায় জীবনে আমার এসেছিল কারা সব,
হাসি, প্রীতি আর গানে-আনন্দে দিয়েছিল গৌরব ;
বহমান এই জীবন ধারায়,
দূর হ'তে দূরে তারা যে মিশায়,
দিয়ে যায় শুধু নির্জন ক্ষণে সুখ-স্মৃতি-সৌরভ,
হৃদয় যখন মৌন-নীরব, নেই কোনো কলরব।

শুধু অবিরাম ঝরিছে বাদল, কেহ আর কোথা নাই—
কি জানি কেন যে বুঝিতে পারি না, কি কথা বলিতে চাই।
বন্ধু গো তুমি এসো এসো আজ,
রেখে দিয়ে তব শত গৃহকাজ,
মুখর করিব আজিকার ক্ষণ মন্থর আলাপনে,
সুদূর অতীত আসিবে ফিরিয়া বাদলের বরিষণে।

আসিবে না তুমি? না-ই বা আসিলে যদি নাহি প্রয়োজন,
শূন্য হৃদয়ে আমি গো বন্ধু, করিব যে আয়োজন।
হৃদয়-বীণার ছেঁড়া তারগুলি,
বাঁধিব আজিকে রিক্ততা ভুলি',
গাহিব তোমার সেই গাওয়া গান আজিকার বরষায়,
বন্ধু, তোমারে খুঁজিয়া পাইব সজল মেঘের ছায়।

কোরো না এমন ভুল

আকাশের বুকে একফালি বাঁকা চাঁদ,
অস্ত পারেতে ধীরে ধীরে ডুবে যায়;
মন্থর মেঘে কত যেন অবসাদ,
নিজের আঁচলে চাঁদেরে লুকোতে চায়।
স্পন্দন-হীনা প্রকৃতি দাঁড়ায়ে রয়—
বিদায়ী চাঁদের নীরব হিমানী ঝরে;

তরুবীথিতল আঁধারেতে ছায়াময়,
জোনাকির দল ওড়ে না তাহার 'পরে।
শুভ্র যূথিকা তাকায় চাঁদের পানে,
অপলক আঁখি অশ্রুতে ছলছল ;
না-বলা কথার কত ব্যথা আজি হানে,
বেদনা-বিধুর হৃদিখানি উচ্ছল।
ধরণীর মেয়ে কোরো না এমন ভুল ;
দূর বঁধুয়ায় বেসো না কখন ভালো ;
বেদনা তোমার কোথাও পাবে না কূল,
আঁখিতে তোমার মিলাবে শতেক আলো।

উর্ব্বশী

জীবনের যাত্রাপথে খর-দীপ্ত মধ্যাহ্ন বেলায়
কে তুমি ভুলালে মোরে ছদ্মবেশী মোহ মরীচিকা ;
মাতিনু তোমার প্রেমে উল্লসিত প্রমত্ত নেশায়,
দূর হ'তে দূরান্তরে তুমি শুধু ফের অনামিকা।
নিরাশা-তিমির ভেদি' তুমি আসো প্রভাতী আলোক,
বিস্ময় বিমুগ্ধ প্রাণে আমি শুধু নেহারি তোমায় ;
ক্ষণিকের অদর্শনে ছেয়ে আসে আঁধারে ভূলোক,
আলেয়ার পিছে ঘুরি নিত্য নব অলীক মায়ায়।
জীবনের ক্লান্তি-পথে এলে তুমি সহসা উর্ব্বশী,
পুরুরবা চমকিত হৃদয়ের শত সুপ্ত গানে,
হৃদয়-বারিধি তার শতধারে উঠিল উচ্ছ্বসি',
সহসা নিভিল আলো প্রতীচীর সুদূর বিমানে।

ছবি

তোমারি ছবিখানি,
প্রথম দেখে মানি
প্রভাতী রবি-রেখা ধরাতে নামে,
তোমারি গতিধারা,
মরালী দেখে হারা,
আপনা গতি ভুলি সহসা থামে।

তোমারি দেহ-লতা
কত যে দেয় ব্যথা
মালতী লতিকারে পেলব রূপে,
তোমারি বাহু ডোরে—
হেরিয়া আঁখিলোরে
মৃণাল জলে ডোবে সহসা চুপে।

তোমারি এলোচুলে
শাওন-মেঘ দুলে,
বিরহ বরষাতে সজল ছায়া,
তোমারি কালো চোখে,
স্বপন-মায়া-লোকে
প্রভেদ কিছু নাহি সকলি মায়া।

তোমারি মধুবাণী
পুলক দেয় আনি
সারাটি মন প্রাণে শেফালি সম,
ফাগুন ফুল-রাতে
প্রথম প্রিয় সাথে,
বলেছ যবে তুমি "হে প্রিয়তম"।

অনামিকা

তোমারি হাসি মাঝে
জ্যোছনা সদা রাজে
তৃষিত চকোরের অমিয়া যেন,
যেন গো তুমি উষা
অরুণ মঞ্জুষা,
অদেখা, অপরূপ এ রূপ হেন।

প্রতীক্ষা

জীবনের পথে এসেছিলে তুমি একটি দিনের মত
বলিতে পারি নি সব কথা মোর মনের বাসনা যত।
সে সব বাসনা গুমরিয়া মরে
বাহিরে আসার প্রকাশের তরে
সাগর-তলের হর্ম্ম্যবাসিনী রাজনন্দিনী মত,
বলা হয় নাই কোন কথা মোর, বলিবার ছিল কত!
মনে পড়ে তব শুভ আগমন শারদ শুক্লা রজনী
শেফালি-বালার আলিপন-আঁকা আসিবার তব সরণি।
ডাকিছে দোয়েল হিজলের শাখে,
শ্যামা দেয় শিস্ জ্যোছনার ফাঁকে,
দিগ্‌বধূদের কণ্ঠে কাঁপিছে মিলনের নব রাগিণী,
শান্ত, নিথর স্তব্ধ, উজল শারদ শুক্লা যামিনী।
কতদিন হ'ল চ'লে গেছ তুমি আস নাই কোনদিন,
নীলিমার বুকে সেই ভাসে চাঁদ বসে থাকি আশাহীন।
চোখে আসে মোর বাধাহীন জল,
হিয়া হ'তে চায় আপনি বিকল,
বেঁধে থাকি বুক এই ভরসায় নহ তুমি প্রেমহীন
বন্ধু, আমার আসিবে যেদিন বাজিবে হৃদয়-বীণ।

মিনতি

আবার ফিরিনু দূর মরু হ'তে বনানীর ঘন ছায়ে
বেদনা-বিধুর-তাপিত হৃদয় দগ্ধ ঊষর বায়ে ;
তপ্ত-বালুকা সাহারার বুকে
হ'য়েছিনু পার কত শত দুখে,
সে বেদনা মোর লভিয়াছে বাণী নীরব দীরঘশ্বাসে,
সেই বাণী মোর বাতাসের বুকে দূর হ'তে দূরে ভাসে।

শ্যামলা বীথির সবুজ ছায়ায় নিরালা তটিনী-তীরে
ছিল যে আমার পর্ণ কুটির পুষ্প-লতাতে ঘিরে ;
কত যে স্বপন নিত্য নূতন
লভিয়াছে প্রাণ বুকের গহন,
কে মোরে টানিল সেই গেহ হ'তে সুদূরের মরু পারে,
কার সঙ্কেতে চলিনু সেথায় কভু যে চিনি না তারে।

কে তুমি মায়াবী বন্ধু আমার কে গো তুমি অনামী,
বেদনা-মায়ায় আমারে ছলিয়া একি খেল দিবাযামী !
নিয়ে যাবে যদি দূর হ'তে দূরে,
রূপ হ'তে রূপে, সুর হ'তে সুরে,
ব্যথার পথিক ক'রো নাক যেন আজি এ মিনতি করি,
অজানা আমার বন্ধু, তোমায় জীবন ভরিয়া বরি'।

স্বপ্নময়ী

এমনি ক'রে আর কতদূর চ'লবে নিয়ে সুন্দরি,
নীল আকাশে মেঘের বুকে নবীন উষার রূপ ধরি' ?
বাজাও বীণা আপন হাতে
সে সুর মেশে হিয়ার পাতে,
তোমার মৃদু চরণ-ঘাতে বকুল ফোটে মুঞ্জরি'

তোমার চলার পথের পাশে ভ্রমর ওঠে গুঞ্জরি'।
দখিন হাওয়া তোমার কেশে পরশ বুলায় সাবধানে,
দূর পাপিয়া কোন সুদূরের উদাস ব্যাকুল সুর আনে।
ছড়াও হাসি আপন মনে,
মানস-লোকে, ফাগুন-বনে,
চৈতী রাতের উতল বায়ে যাত্রা তোমার কোন্‌খানে,
সীমার শেষে অসীম যেথা সেই কি আছে সন্ধানে ?

স্বপ্নময়ি, তোমার সাথেই চলব আমি রাত্রি দিন
নীরব প্রাণে বাজিও তোমার ছন্দমুখর কাব্যবীণ।
রুক্ষ কঠিন এই ধরণী,
কাঁটায় ভরা এই সরণি,
চলতে বুকে বাজবে ব্যথা হৃদয় হবে বেদন-ক্ষীণ,
এর চেয়ে মোর স্বপ্ন ভালো, স্বপ্নে হউক জীবন লীন

আগমন

বন্ধু, আমার এলে যেন আজ সাঁঝের রূপালী তারা,
অলখে সবার সন্ধ্যা আকাশে গোপন চরণ ফেলে,
বাঞ্ছিত কত দিবসের দেখা হইনু আত্মহারা
কোন অতীতের স্মরণিকাখানি আজ বুঝি খুঁজি পেলে ?

তুমি ভুলে যাও নিত্য নূতন জীবনের শত কাজে,
আমি জেগে থাকি শুকতারা প্রায় অতীতের কথা স্মরি',
একটি দিনের একখানি গীতি জীবন ভরিয়া বাজে,
বর্ষা নিদাঘে, সকাল সাঁঝেতে শূন্য হৃদয় ভরি'।
কতদিন হ'ল মনে পড়ে যায় তব সাথে পরিচয়
শ্যামা ধরণীর ছায়াময় সেই নিভৃত নদীতীরে,
নদী কল্লোলে বনানীর ভাষা—কোন্ সে বারতা কয়,
সেই বাণী আজ ফোটে কি বন্ধু, নয়ন অশ্রুনীরে ?
এমনি করিয়া সুদূর বিরহে মিলনের রেখা ভালো,
সাগরের বুকে নগ্ন উদার নীলিমার আঁখিছায়া ;
অমা-যামিনীর পথখানি মাঝে তুমিই জোনাকি আলো,
নীরস, পুরানো, জীবনের পথে ঈপ্সিত পথ-মায়া !

রিম্ ঝিম্ ঝরে বরষা

সারাদিন রিম্‌ঝিম্ ঝরে বরষা,
ধরণীরে দেখি যেন শ্যাম হরষা ;
বাতায়নে আসি একা.
দূরে ক্ষেত যায় দেখা,
কচি কচি ধানগুলি নব সরসা,
সারাদিন রিম্ ঝিম্ ঝরে বরষা।

থেকে থেকে ব'য়ে যায় পূবালী হাওয়া,
শিহরণ-ভরা সে যে শীকর-ছাওয়া।
চোখে মুখে ব'য়ে যায়,
ভালোবেসে মোরে ছায়,
আনমনে বসি একা কত কি গাওয়া,
থেকে থেকে কথা কয় পূবালী হাওয়া।

অনামিকা

সাদা মেঘে ভরে আছে সারাটি আকাশ,
প্রকৃতির দেখি নব সজল বিলাস।
আকাশের জল ঝারি
খুলে দিয়ে নীচে তারি
খেলা করে সারাদিন, নাহি অবকাশ,
সাদা মেঘে ভরে আছে সারাটি আকাশ।

পল্লীর বধূ এক কলসী কাঁখে,
পাশ দিয়ে চ'লে যায় পথের বাঁকে,
মুখখানি ঢলঢল,
শরতের শতদল,
বরষার বারি মুখে শিশির আঁকে
পল্লীর বধূ এক কলসী কাঁখে।

একটানা বারিধারা অঝোরে ঝরে,
রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌ বনানী 'পরে।
বহুদূরে গাছপালা
ঝাপ্‌সা ধোঁয়াঢালা,
আন্‌মনা কেন মন কাহারি তরে,
রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌ বরষা ঝরে।

একখানি স্মৃতি মোর ভাসিছে মনে,
মঞ্জীর বাজে তার সঙ্গোপনে।
কোন্‌ সে যে অনামিকা,
মনে কোন্‌ স্বপনিকা,
অলস প্রহরে ডাকে নিরালা ক্ষণে
মঞ্জীর বাজে তার সঙ্গোপনে।

আজ বুঝি তুমি এলে

কনক কিরণে ভ'রে গেছে সারাদিক
মরমের সাথী আজ বুঝি তুমি এলে,
শরৎ সোনালী শতদল সৌরভে
বিস্মৃত বাণী আজ বুঝি খুঁজে পেলে ?

নীল আকাশের সুনীল আঁখির ফাঁকে
কোন্ ইসারার নিশীথ গোপন বাণী
দিল সে কি মোর মনের দুয়ারে আজ
উদয়ের তব বাঞ্ছিত গীতিখানি ?

বাতাসের বুকে তোমার সুরভি রাজে,
তটিনীর নীরে অঙ্গেরি হিল্লোল,
আলোকের পাতে কমনীয় হাসিখানি
কলাপীর সুরে তব গীতি কল্লোল।

ধরণীর রূপ লেগেছে আজিকে ভালো
কোন্ কুহকীর মায়ার পরশে যেন,
কম্প্র, শ্যামল, স্পন্দিত নবরূপ—
নয়নে আমার জানি না, কি জানি কেন

এমনি করিয়া সহসা তুমি যে আসো
রামধনু সম শরতের নীলিমাতে,
রেখে যাও তব অমলিন স্মৃতিখানি
চিরবিরহীর তৃষাতুর হিয়াপাতে।

প্রত্যাবর্ত্তন

ভাবি নাই তুমি আসিবে আবার শরতের শুভ প্রাতে,
সাহানার সুর ভেসে চ'লে যায় নীলিমায় অবগাহি' ;
স্বপ্নালু মেঘ ইঙ্গিতে ভরা সুনীল আঁখির পাতে,
বন্ধু আমার, এলে বুঝি আজ দূর স্মৃতিখানি বাহি' ?
আনমনে যবে উদাস নয়নে আঙিনায় ছিনু বসি',
সোনালী আলোর রূপলেখা হেরি, শরতের শ্যামমায়া ;
সহসা তোমার বাঞ্ছিত বাণী শ্রবণে আসিল পশি,
কম্পিত মোর বক্ষে জাগিল তোমার মাধুরী ছায়া।
হৃদয়ের মাঝে জাগিল আমার শত গীতি-উৎসব,
নয়নে নামিল শত স্বরগের কনক আলোক ভাতি ;
অনাদি কালের শত কবি মিলি করে আজি কলরব,
বন্ধু আমার, ফিরিয়াছ আজ, জীবনের পথে সাথী !
বন্ধু আমার ভোলনিক মোরে সবচেয়ে বড় সুখ,
শুভখনে মোরা বেঁধেছিনু দোঁহে জীবন-মিলন-রাখী ;
স্মরণে তোমার ভ'রে ওঠে মোর শূন্য তৃষিত বুক,
মনে হয় যেন জগতে আমার কিছুই নাহিক বাকী।
জীবনে আমার বন্ধু তোমার বড় শুভ আগমন,
স্মৃতি তব যেন ধূপের সুরভি শান্ত আমেজে ভরা ;
দিয়েছ কি তুমি জীবনের পাতে শাশ্বত আলিপন,
পুণ্য প্রীতির চির অক্ষয় অলোক-আলোক-ক্ষরা ?
জগতের বুকে, জাবনের পথে তুমি আমি শুধু যাত্রী,
তুমি হও আলো, আমি যে পথিক জীবনের সরণিতে ;
দিবসের শেষে আসিবে সন্ধ্যা নামিবে গভীর রাত্রি,
আঁধারের মাঝে নামে যবনিকা স্মৃতি শুধু ধরণীতে।

হে মোর অনামী প্রিয়

একটি দিনের শত আশা নিয়ে বসেছিনু পথ চেয়ে,
বন্ধু আমার এলে না ত তুমি হায় ;
কোন সুদূরের পূরবীর গীতি বাতাসে আসিছে ছেয়ে,
ছোট ছোট মেঘ আকাশেতে ভেসে যায়।
শেফালির ব্যথা আমার বুকেতে তাহার বুকেতে মোর,
দু'জনের মাঝে কত যেন পরিচয় ;
কোন্ সে অনামী কাহার লাগিয়া বিগলিত আঁখিলোর,
কিসের কারণে এতখানি পরাজয় !
বন্ধু আমার মনে পড়ে যায় কত হাসি কত গান,
হৃদয়ের মাঝে দিয়েছিলে তুমি আনি,
নন্দিত তব মধুর পরশে—আজি কেন অভিমান,
বাজিল না কাণে ছন্দিত তব বাণী।
চেয়ে দেখ সেই সোনালী আলোকে শরতের গীতি ভাসে,
পূবালী বাতাসে সেই শিহরণ রাজে,
দীঘির বুকেতে শত শতদল বিজয়ীর মত হাসে,
দেব-মন্দিরে সাহানার সুর বাজে।
স্বপনের মত শুভ্র চাঁদিনী তেমনি করিয়া ঝরে,
নীল কুমুদীরা চেয়ে থাকে অনিমেষে ;—
হৃদয় আজিকে সেই অভিসারী কি জানি কাহার তরে,
দূর দিগন্তে কি জানি কাহাতে মেশে।
সবি আছে সেই, তুমি শুধু নাই হে মোর অনামী প্রিয়,
শূন্য ভাতিছে সবি যেন আঁখি আগে ;
উদ্দেশে তব দিনু স্মরণিকা, তুমি তারে তুলে নিও,
উষার আলোকে শুকতারা যবে জাগে।

ক্ষণিকের তরে তুমি যে গো নিরুপমা

রাঙা গোধূলির সোনালী আলোক-মাঝে,
তুমি যবে এলে বনপথখানি বাহি',
নিভৃত সেই শান্ত নিরালা সাঁঝে,
উদাস নয়নে আমি যে রহিনু চাহি'।

মৃদুল চরণে তুমি চলে এলে ধীরে,
শিল্পীর আঁকা সজল যেন সে ছবি ;
অপরূপ শোভা জাগিল তোমারে ঘিরে,
অস্ত আকাশে হাসিল বিদায়ী রবি।

দখিন সমীর বসন কাঁপায়ে যায়,
কপোল প্রান্তে চূর্ণ চিকুর দোলে ;
গোধূলির শোভা সারা পথখানি ছায়,
বনকুসুমের নিমীলিত আঁখি খোলে।

মধুর মাধুরী তোমারে ঘিরিয়া চলে,
স্বর্গের বধূ মাটিতে নামিল বুঝি ;
আমি চেয়ে দেখি আমার হৃদয় তলে,
চিরদিন তাই তোমা লাগি' বুঝি খুঁজি।

ক্ষণিকের তরে তুমি যে গো নিরুপমা,
ধূলার ধরণী সৌরভে হ'ল ভরা ;
কবির হৃদয়ে শাশ্বতী অনুপমা,
পরশে তোমার পুষ্পিত চির ধরা।

আমার জীবনে তোমার মিলন রাখী

জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনানীর পথখানি
হারায়ে গিয়াছে দূর হ'তে বহুদূরে,
দখিন বাতাস বহিছে কি বাণী আনি'
মূর্চ্ছনা তা'র আলোকের সুরে সুরে।

পথের বুকেতে বন-বীথি-ছায়া দোলে,
রূপালী বধূর যেন মৃদু অঞ্চল ;
শান্ত সমীর লহরী তাহাতে তোলে.
সারাটি প্রকৃতি শিহরিত চঞ্চল।

তালীবন শিরে লেগেছে চাঁদিনী আলো,
ঝিকিমিকি খেলে নদীর বিমল জলে ;
পৃথিবীর বুকে নেই কোথা কোন কালো,
নীরব জ্যোছনা জোয়ার বহিয়া চলে।

মাধবী-ছায়ায় জোনাকির আলো ভাতি,
উড়িয়া বেড়ায় সবুজ পাতার ফাঁকে,
নীরব, নিথর পূর্ণিমা মধু-রাতি,
কা'র আগমনে আলিপনা তারা আঁকে!

বন্ধু আমার চলে গেছ কতদিন,
না-বলা কথার রয়ে গেল কত বাকী,
অস্ত-আকাশে বাজিছে পূরবী বীণ,
আমার জীবনে তোমার মিলন-রাখী।

শুনতে চাই

বন্ধু, আজি তোমার মুখে সেই কথাটী শুনতে চাই,
এই বরষার মেঘের বুকে যে বাণীটির আভাস পাই ;
বাতাস আজি বাঁধন-হারা,
কোন আবেগে টুট্‌ল কারা,
কোন্ সে বাণী কিসের সুরে আজকে তারি হৃদয় ছায়,
তোমার মুখে সেই কথাটি হৃদয় আমার শুনতে চায়।
জলের ধারা কেয়ার কাণে কোন্ বারতা আজকে কয়,
ব'লতে পারো বন্ধু আমার, হয় তো পারো, হয়ত নয়।
অনুরাগের পরশ পেয়ে
কদম আজি উঠ্‌ল গেয়ে,
কোন্ আবেশে বনকেতকী আজকে এমন পুলকময় !
বলবে যদি বলই এখন, এর পরে আর সময় নয়।
একটি কথা বাজ্‌ছে আজি আকাশ জুড়ে মেঘের ডাকে,
মরম-মাঝে গোপন বাণী সদাই যাহা লুকিয়ে থাকে।
বর্ষা-সজল শাওন দিনে,
যেই বাণীটির পরশ বিনে,
চেতনহারা মনের বাণী বাঁধনহারা সকল কাজ,
বন্ধু, আজি তোমার মুখে সেই কথাটি শুনব আজ।

বন্ধুরে মোর স্বপন দেখিনু আজ

বন্ধুরে মোর স্বপন দেখিনু আজ,
ঘুমঘোরে যবে ছিনু অচেতন রাতের স্বপন মাঝ
বন্ধু আসিয়া বসেছিল পাশে,
শারদ নিশায় শেফালি সুবাসে,

অনামিকা

অঙ্গেতে তার আলো ঝলমল কল্প-রঙীন সাজ,
বন্ধুরে আজ স্বপন দেখিনু রাতের স্বপন মাঝ।

বন্ধু আমার কহিল না কথা হাতে দিল বীণাখানি,
বাজিল তাহাতে শত বিরহের শতেক গোপন বাণী।
মুখপানে তা'র শুধু চেয়ে থাকি,
সিক্ত সজল, অপলক আঁখি,
মৌন আমার বন্ধুর মুখে রাজে শুধু মৃদু হাসি,
সে হাসির মাঝে শুনিলাম যেন "তোমারেই ভালবাসি"

ইঙ্গিতে তা'র মুগ্ধ আবেশে চলিনু তাহার সাথে,
শেফালি-বিছানো বনপথ বাহি' জ্যোৎস্না-পুলক রাতে।
বন্ধু থামিল সাগর বেলায়,
ভাসিনু দু'জনে জীবন-ভেলায়,
বন্ধু পরাল জীবন-মাল্য আপনার দুটি হাতে,
বন্ধুরে আমি দেখিনু আজিকে ঘুমের স্বপন রাতে।

দেখেছি তোমারে সাগর বেলায়

দেখেছি তোমারে প্রভাত আলোকে সুদূরের পথে যেতে,
সমীরণ তব কাঁপায় অলকে অরুণ কিরণে মেতে।
দ্বিপ্রহরের রবির কিরণে আকাশের তলে বসি',
ধ্যান, মৌন, হিরণ বসনে শাশ্বত তাপসী।
গোধূলি বেলায় অস্ত রেখায় স্বপন পারেরি দেশে
দেখেছি তোমারি সাগর বেলায় নবীনা বধূর বেশে ;
ফুলের সুবাসে দেখেছি তোমারে, আর দেখি শতদলে,
জীবন-নদীর এপার-ওপারে তোমারি প্রদীপ জ্বলে।

পথহারা

কুয়াশায় ভ'রে গেছে ধরণী,
কণ্টকময় তাহে সরণি ;
একাকী পথে যেতে
পারি না পিছলেতে,
হাতখানি ধর মোর কে গো পুরগামিনী,
জীবনে যে নেমে আসে ঘনতম যামিনী।

বুক মোর কেঁপে ওঠে তরাসে,
রণ-ভেরী বেজে চলে আকাশে,
বিজলী যে চমকায়,
বারিধারা পড়ে গায়,
বায়ুকুল বেগে ধায় পূবদিক অচলে,
সাথে করি লও মোরে, ওগো লীলা-চপলে !

মোর কাণে কে গো বাণী শুনালে ?
ভয় নাই, ভয় নাই, শুধালে !
বাজিল যে কিঙ্কনী,
শুনিলাম রিনিঝিনি,
আলোক উজল পথে কে গো মোরে আনিলে,
নয়নে নয়ন রাখি শুধু তুমি হাসিলে।

বিরহের মাঝে মিলন তোমার

কোন অতীতের একখানি স্মৃতি আজিকে আসিছে মনে
বাতাসের বুকে নিশিগন্ধার সলাজ সুরভি সম,
বিস্মৃতি-নীরে স্মৃতি-শতদল ফুটিল সঙ্গোপনে,
বন্ধু আমার জীবনের পথে সব চেয়ে প্রিয়তম

অনামিকা

বন্ধু, তোমার প্রীতির পরশে মনের আঙিনা আলো,
আলো-ঝলমল, জ্যোৎস্না-ধবল শারদীয়া মধু-রাতি ;
তুমি এসেছিলে জীবনে আমার তাই বুঝি লাগে ভালো
শ্যামল পৃথিবী, নীলিমার বুকে উজল তারকা ভাতি।

প্রভাতী আলোয়, কুসুম সুবাসে, শুক্লা-রজনী মাঝে,
দূর-বাঁশরীর হৃদয়-ভুলানো উদাসী সুরের টানে ;
মনে পড়ে যায় ছবিখানি তব শত নিমেষের কাজে,
অস্ত-আকাশে বিদায়ী রবির পূরবী সুরের তানে।

জীবনেরে ঘিরি' তুমি শুধু রাজো, কেহ আর কোথা নাই,
বন্ধু আমার, স্মরণ তোমার বিরহের ধূপ-ছায়া ;
আকাশে, বাতাসে, মানস-নয়নে তোমারে খুঁজিয়া পাই,
বিরহের মাঝে মিলন তোমার মিলনের মাঝে মায়া।

যাত্রা

লেগেছে আমারে নয়নে তোমার অতি অপরূপ ভালো ?
তাই মনে হয় পেয়েছি আলোক, চ'লে গেছে সব কালো,
তবে সাথী, আজ প্রেমদীপ তব জ্বালো।
জীবন-দুয়ারে করাঘাত করি,
সমুখের পথে নিব আজি বরি',
মরণের মুখে বেয়ে যাব তরী,
শরতের মাখি আলো ;
জ্বালো তবে আজ জীবনের সাথী, প্রেমদীপ তব জ্বালো।

অনামিকা

বনানীর শিরে অস্তরবির শেষ রক্তিম রেখা,
বালিকা-বধূর সিঁথীমূলে যেন অরুণ সিঁদূর-লেখা ;
গহন বনেতে কলাপীর শুনি কেকা।
নিশীথ রাতের ঘন আঁধারিমা,
বরষা দিনের শাওন জড়িমা,
দুখ-দিবসের শতেক ম্লানিমা
যদি বাধা দেয় পথে,
চূর্ণ করিব সে বাধা-বিঘ্ন অসীমের জয়-রথে।

তবে এস সাথী, ভেসে চ'লে যাই জীবনের ঘাটে ঘাটে,
লভিব বিরাম শ্রান্ত জীবনে অতীত স্মৃতির বাটে,
অস্ত রবির অসীম গগন-বাটে।
চলার পথের যাত্রী দু'জনে,
টলিব না কোন মেঘ গর্জ্জনে,
থেকে যাব সেই অতি নির্জ্জনে
পথের প্রান্তে মোরা,
অসীম মিলনে হ'য়ে যাবে শেষ জীবনের পথে ঘোরা।

মরীচিকা

মোর জীবনে তোমার আসা এমনি কি গো মরুর মায়া ?
মেঘের ফাঁকে ক্ষণিক আলো—আবার নামে আঁধার ছায়া।
এমনি ক'রেই চলবে কি গো তোমার আমার অলীক মায়া ?
সাঁঝ-আকাশে যখন ফোটে তারার ডালি,
আমি তখন মোর কুটিরে প্রদীপ জ্বালি।

মনের কোণে গভীর ব্যথা,
মরম মাঝে কতই কথা,
না-বলারি বেদন নিয়ে আর কতদিন রইব হায়,
আসবে যদি এসোই তবে নিরাশা মোর হৃদয় ছায়।
মনে তোমার প'ড়ছে নাকো, সেই সেদিনের সোনার সাঁঝ ?
জীবন-পথে আসলে পরি' কল্পলোকের রঙীন্ সাজ ;
আমায় তুমি বল্‌লে হেসে
কতই গভীর ভালোবেসে
আসবো আবার, বন্ধু আমার, দাও গো তুমি বিদায় আজ
বিদায় দিনু, পড়ছে মনে সেই সেদিনের সোনার সাঝ।
নাইবা তুমি এলে, জানি তুমি আসবে না,
আশার বাণী মেলে বাঁশী তোমার বাজবে না।
রইব তোমার পথটি চেয়ে;
আঁধার যখন নামবে ছেয়ে,
সেই আঁধারে মিলিয়ে যাব জীবন-প্রদীপ জ্বল্‌বে না,
বাঁশী তোমার বাজবে যখন, বন্ধু তখন রইবে না।

প্রণাম তোমার শেষের সে নয়

ম্লান হ'য়ে আসে গোধূলির আলো সন্ধ্যা নামিছে ধীরে,
ঘন কালো কেশ বিছাইয়া দেয় প্রকৃতির বুকে তার ;
বিষাদের ঘন ছায়াখানি নামে সারা পৃথিবীরে ঘিরে,
বেদনা ও ব্যথা, নিরাশার মাঝে সন্ধ্যার অভিসার।

দূর নীলিমার উদার বুকেতে উদাস তারকা ফুটে,
ব্যাকুল জোনাকি কা'র সন্ধানে খুঁজে মরে দিশি দিশি ;
ঝিল্লীর স্বনে কোন্ সে বেদনা গুমরি' গুমরি' উঠে,
সন্ধ্যার ছায়ে তরু-মর্ম্মরে কি কথা ফিরিছে মিশি'।

অনামিকা

বন্ধু আমার, নিয়েছ বিদায় এমনি সে এক ক্ষণে,
জনহীন পথ নীরব নিথর, নির্জ্জন নদীতীরে ;
সন্ধ্যার ছায়া মিশেছিল যবে রাত্রির মায়া সনে,
কল্লোলে যবে ফুটেছিল কথা তটিনীর নীরে নীরে।

বলেছিলে যবে 'বিদায় বন্ধু' শেষের নমস্কারে,
'ক্ষমা করো তুমি বন্ধু আমার, যত অপরাধ ত্রুটি' ;
ভেবে পাইনিক নন্দিত করি কোন্ সে পুরস্কারে,
নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়েছিনু শুধু তব আঁখিপানে দুটি।

ধীরে ধীরে তুমি মিলালে বন্ধু, সুদূর পথের শেষে,
আমি শুধু একা রহিনু দাঁড়ায়ে তব পানে মেলি আঁখি ;
অজানা সে কোন্ গোপন ফুলের সুবাস আসিল ভেসে,
বিদায় তোমার হৃদয়-পটেতে রহিল চির যে আঁকি।

প্রণাম তোমার শেষের সে নয়, ভেবে দেখি মনে মনে,
মর্ম্মের মূলে বিদায় তোমার শাশ্বত হ'য়ে রয় ;
শেষের যাহা সে অশেষ হইয়া দেখা দেয় ক্ষণে ক্ষণে,
অসীমের মাঝে সীমা যে হারালো অশেষের জয় জয়।

এপারে—ওপারে

তোমার আমার জীবনের প্রেম মরণে কি হবে শেষ ?
অজানার পারে—এ ভালোবাসার যাবে না কি গীতিরেশ ?
জগতের মাঝে যত হাসি গান,
পেয়েছিনু মোরা দেবতার দান,
দিনশেষে কি গো হবে অবসান—
বিদায়ের সাথে সাথে ;
স্বপন-সৌধ রচেছিনু যাহা ফাগুন পূর্ণিমাতে ?

পৃথিবীর বুকে সসীম প্রেমের মৃত্যুর হাতে লয়,
আলোকের তীরে অসীম প্রেমের পুলক শিহর বয়।
ধরা হ'তে মোরা যাইব মুছিয়া,
স্মৃতিটুকু শুধু রহিবে বাঁচিয়া,
বাঁধিবে মোদের নিবিড় করিয়া
অসীমের প্রেমডোর—
বিচ্ছেদ-ব্যথা আসিবে না সেথা, বিগলিত আঁখিলোর।

তোমার সে দান রহিবে জীবনে আঁকা

বন্ধু গো, তুমি ভ'রে রেখেছিলে প্রতি যে সকালটিরে ;
নিত্য নূতন ফরমাশী নানা কাজে ;
আজিকে আমার অলস প্রভাত রয়েছে আমারে ঘিরে,
পুরানো দিনের স্মৃতিখানি মনে বাজে।
কত যে প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা, সীমা কিছু ছিল নাকো,
প্রতিটি নিমেষে মুখরিত তব বাণী,
যবে বলিতাম, আর পারি না যে, প্রশ্ন তোমার রাখো,
বিজয়-গর্ব্বে হাসিয়া উঠিতে জানি।
শরতে ও শীতে, বর্ষা নিদাঘে ছিল যে গো মনোরম,
প্রতিটি সকাল তোমার পরশে হায় ;
কত আনন্দ, প্রীতির কুসুম ফুটিত হৃদয়ে মম,
আজ তারা কই—সকাল বহিয়া যায়।
তখন তোমার কাজের ভিড়েতে খুঁজিতাম অবসর,
মনে আঁকিতাম নিঃসীম অবকাশ ;
আজি অবসর, তবু কেন মনে বেদনার মর্ম্মর,
পাওয়ার মাঝেতে না পাওয়ার পরিহাস !

অনামিকা

এত অবসর ভাল যে লাগে না, বন্ধু গো শোন আজ,
এত অবকাশ কোথায় রাখি যে আমি,
কোথা তুমি আজ এসো গো বন্ধু, নিয়ে তব শত কাজ,
আমি ক'রে যাই, ক'রে যাই দিবাযামী।
আজ কাছে নাই, দূরে গেছো তুমি দিয়ে শত অবকাশ,
ভাল যে লাগে না, মনে হয় বড় ফাঁকা ;
ভ'রে তোল তুমি শূন্য এ ক্ষণ নিয়ে শত উচ্ছ্বাস,
তোমার সে দান রহিবে জীবনে আঁকা।

চপলা

সুদূরের মেঘলোকে কে গো তুমি রূপসী
চঞ্চল গতি তব বায়ু-পথ বিলসি'
চিকিমিকি হাসিয়া,
দিশি দিশি ছুটিয়া,
চ'লে যাও যেন তুমি সচকিতা হরিণী
নন্দন কাননের কে গো প্রিয়া কামিনী।

এই আছ, এই নেই, দূর হ'তে সুদূরে,
শিঞ্জন শুনি তব ঝঙ্কৃত নূপুরে ;
চঞ্চলা চপলা,
প্রিয়সুখ উতলা,
আকাশের নিধুবনে কে গো তুমি শ্রীমতী,
দিকে দিকে অভিসারে নাই কোন বিরতি

অনামিকা

তন্বী কেগো তুমি চম্পক বরণী
রূপলেখা হেরি তব সচকিতা ধরণী,
আকুলিত কেশপাশ,
শিথিলিত বেশবাস ;
সর্পিল গতিপথে পুষ্পিত-বয়না,
শাশ্বত-যৌবনা, অয়ি মৃগ-নয়না।

জীবনের পথে মোর এসো তুমি নামিয়া,
অসীমের পথে তুমি লও মোরে টানিয়া ;
তব কর-পরশে,
তব প্রীতি-হরষে,
জীবনের ম্লানিমা যায় যেন ঘুচিয়া,
আর বার ওঠে যেন তোমা সম হাসিয়া।

আমি শুধু চেয়ে থাকি

কোথা হ'তে এলো এতখানি আলো শ্যামল বনানী বুকে,
আলো-ঝলমল শাওন-প্রভাত ম্লানিমা গিয়েছে চুকে ;
সোনালী তপন বনানীর ফাঁকে
ধরণীর বুকে আলিপনা আঁকে,
ছন্দ-মুখর প্রভাতী সমীর দিকে দিকে ব'য়ে যায়,
'বেণে-বৌ' পাখী দূর তরুশাখে আনমনে কি যে গায়!

কনক-আলোকে স্বর্ণমুকুটে ঝলিতেছে তরুশির
মৃদুল-লহরী শান্ত সমীরে কাঁপায় তটিনী নীর ;
নীলিমার বুকে এলোমেলো মেঘ,
মন্থর আজি তারো গতিবেগ ;
আলোকের গান তাহার বুকেতে বুঝি বা বেজেছে আজ
শাওন-প্রভাতে সোনালী আলোক ভুলালো সকলি কাজ।

শেফালি-তলায় ফুটিয়াছে আজ কোমল রজনীগন্ধা,
বর্ষার বুকে ফুটিল কি আজ করুণ মাধবীছন্দা ?
মালতী কুসুম পুষ্প-বিতানে
ঢুলে ঢুলে পড়ে পেলব শিথানে,
দূর-পরপারে সোনালী আলোয় আমি শুধু চেয়ে থাকি,
বর্ষার মাঝে নব শরতের শুভ আগমন নাকি !
তাই বুঝি এই আলোক-লেখায় পৃথিবীর বুকে লেখি,
পাঠায়েছ তব আগমন-লিপি আজি এ প্রভাতে দেখি !
প্রভাতের আলো তাই লাগে ভালো,
চারিদিকে শুধু আলো আর আলো,
আকাশে, বাতাসে, পৃথিবীর বুকে নেই কোথা কিছু বাকী,
দূর-সুদূরের সোনালী আলোয় আমি শুধু চেয়ে থাকি !

তোমারে পড়িল মনে

বন্ধু, আজিকে তোমারে পড়িল মনে,
মনের গহনে স্মৃতির কুসুম ফুটিল সঙ্গোপনে,
তোমারে পড়িল মনে।
মেঘে-ঢাকা মোর মনেরি আকাশ,
ছিল না সেথায় আলোক আভাস,
সহসা দীপ্ত কিরণ বিকাশ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে
বন্ধু, তোমার স্মৃতিখানি আজ অপরূপ মায়া আঁকে

শত গীতি আজ ঝঙ্কারি' ওঠে মনের নীরব কোণে,
মূর্চ্ছনা তার দোলা দিয়ে যায় ফাল্গুন সমীরণে,
কোয়েলার কুহু-সনে।

অনামিকা

ভুলিনু সকল দিবসের কাজ,
হারানু নিজেকে তব স্মৃতি-মাঝ,
রিক্ততা যত দীনতার লাজ,
কোথা আজ কিছু নাই,
নবীন আলোকে বন্ধু, তোমারে নূতন করিয়া পাই।

শাশ্বত হোক ক্ষণিকের এই মিলনের আবেদন,
মনের মাঝারে কত স্মৃতি আজ করে কত আলাপন,
অতীতের আবাহন।
তোমারে ঘিরিয়া বন্ধু আমার,
উদ্বেলি' উঠে স্মৃতি-পারাবার,
মনের গহনে আজি অভিসার
সাঁঝের নীরব ক্ষণে ;
কতদিন পরে বন্ধু আমার, তোমারে পড়িল মনে।

আগমন

রাণি, আজকে তুমি এলে,
রুদ্ধ আমার হৃদয়-মাঝের দুয়ারখানি ঠেলে।
রাণি, আজকে তুমি এলে।
শাঙন রাতি আজকে অতীত মনের বাতায়নে,
শরৎ-আকাশ হাস্য-মুখর শিশির ছলছল,
মনের বনের তরুলতা ভাসছে নয়নে,
স্বর্ণ-তপন কিরণ-মাখা আলোয় ঝলমল।
অরূপেরি রূপের আভায় মেলে,
সব দীনতা, সব হীনতা সকল অবহেলে,
হৃদয় মাঝে আজকে তুমি এলে।

এমনি ক'রেই আসবে তুমি গো,
জীবন-পারাবারে,
হাতটি ধ'রে চলবে নিয়ে গো
এপার ওপারে।

জাগরণ-সঙ্গিনী

অস্ত-আকাশে ক্লান্ত সূর্য্য কখন গিয়েছে ডুবে,
সন্ধ্যা-আলোকে রাত্রির ছায়া মিশিতেছে ধীরে ধীরে ;
একটি তারকা ধূসর আলোকে সুদূরে ভাতিছে পূবে,
কে গো তুমি নারী, এ হেন সময় মৃত্যু-সায়র তীরে।

জাগিলাম আমি শুনিনু যে তব ঝঙ্কৃত কিঙ্কিনী,
স্তিমিত আলোকে কুহেলিকাময়, তোমা নাহি চেনা যায় ;
চির-নিদ্রার মাঝে কি গো তুমি জাগরণ-সঙ্গিনী ?
আসিলে কি তাই শিয়রে আমার অরূপেরি আলোছায় ?

সঙ্কেতে তব জীবন ভরিয়া চলিয়াছি দিনরাত্রি,
রূপ হ'তে রূপে, পথ হ'তে পথে টানিয়া লয়েছ মোরে ;
সীমা হ'তে আজ অসীমের পথে আমি শুধু একা যাত্রী,
দেখা দিও মোরে এরূপে আবার নূতন জীবন-ভোরে।

অতীতা

চলে গেছ তুমি দূরে,
অনন্তের সুরে
সে বিদায়-গীতি চলে ভাসি'-
উষসীর হাসি
ঝরে তব যাত্রাপথে।

অসীমের রথে
চ'লে গেলে সুদূরের হাতছানি লাগি'
আজও একা জাগি
বাতায়ন খুলে,
যদি বা এ পথে আস দিনেকের ভুলে।
এসেছিলে জীবনে
ভুলিব না স্মরণে
সে হাসি, সে গান,
আজও মুখরিত আকাশে-বাতাসে ;
সহস্র অরুণ-বিলাসে
ভ'রেছিল মোর আঁখি,
পূর্ণিমার আলিপনা আঁকি'
পেতেছিনু গৌরব-আসন,
শূন্য সেখানি আজ ভেঙে গেছে মানস-স্বপন।

একটি স্মৃতি

আকাশের বুকে হাসিতেছে চাঁদ শরৎ-শুক্লা রজনী—
প্রকৃতি আজিকে শুভ্র-বসনা, নন্দিতা বধূ ধরণী।
আলো ও ছায়ার চলিয়াছে খেলা,
মাটির বুকেতে অরূপের মেলা ;
শেফালি-বালার মঞ্জীর বাজে গন্ধ-ব্যাকুল সরণি,
শান্ত নিথর, স্তব্ধ উজল, শারদ-শুক্লা রজনী।
নির্জ্জনে শুধু বসিয়া রয়েছি কেহ আর কোথা নাই,
বাতায়ন-পথে জ্যোছনা আসিছে কা'র যেন সাড়া পাই।

অনামিকা

জীবন-প্রভাতে বেসেছিনু ভালো,
মনের মাঝারে ছায়া আর আলো ;
এমন নিবিড় শ্যামল নিশীথে কাহারে খুঁজিয়া চাই,
সুখের স্বপন গিয়াছে ভাঙিয়া—সময় গিয়াছে নাই।
জীবনের পথে এসেছিল সে দূরাগত স্মৃতি সম,
সঙ্গীবিহীন চলার পথেতে সঙ্গীত নিরুপম ;
সে সুর সে গান বাজিবে না আর
নিঝুম করুণ জীবনে আমার,
এ কূল হইতে ও কূলে যখন ভিড়িবে আমার তরী
ঘোমটা খুলিয়া তখন তাহার নিবে সে আমারে বরি'

ব্যবধান

তোমার আমার মিলনের মাঝে অসীমের ব্যবধান,
যুগে যুগে মোর কত শত হোল নিষ্ফল অভিযান।
গ্রহেতে গ্রহেতে তারায় তারায়
অভিসার মোর নিত্য ধারায়,
মরীচিকা সম দূরে চলি যাও আঁখির সমুখে থাকি',
আমিও যে মৃগ, জান না কি তুমি বেঁধেছি প্রেমের রাখী ?
মনে পড়ে আজ কতদিন হ'ল তব সাথে অনুগামী,
বিরাম-বিহীন চলার পথেতে চলিয়াছি দিবাযামী।
কত প্রান্তর, *গিরি*, কান্তার
পিছে ফেলে আসি সীমা নাহি তার,

অনামিকা

অনাদি কালের সীমারেখা ধরি' আমরা কি শুধু যাত্রী ?
তুমি যাবে আগে আমি তব পিছে চলিব কি দিন রাত্রি ?
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া,
সজল নয়নে অশ্রু ফেলিয়া,—
নিশিদিন ধরি' এমনি করিয়া রচিবে কি ব্যবধান ?
অসীমের লাগি' যাত্রা আমার হবে না কি সমাধান ?

সে যে নেই

নেই মোর কোন কাজ হাতেতে,
কি সকাল, কি দুপুর, রাতেতে।
একা একা শুধু থাকা,
মনে মনে শুধু আঁকা,
কল্পনা কত কিছু রঙেতে,
কি সকাল, কি দুপুর, রাতেতে।

আঙিনায় আসে রোদ সকালে
গাছে গাছে হাসে ফুল ফি ডালে।
আমি শুধু চেয়ে থাকি,
দেখি ফুল, দেখি পাখী,
শিউলিতে, কামিনী আর পিয়ালে,
আঙিনায় আসে রোদ সকালে।

বুলবুলি চুলবুলি ওড়ে যে,
কামিনীর ফল খেতে মাতে যে,
টুনটুনি বেণে বৌ,
মিঠে স্বরে কত মৌ—

মনে পড়ে মধু-ভরা সেও যে,
আসেনাক এই ক্ষণে কেন সে!

অনামিকা

দেখাতাম তারে কত সোহাগে,
ভালো তার ফুল-পাখী কী লাগে !
এ যে শুধু মিছে আশা,
বোবা মনে কোথা ভাষা,
সে যখন কাছে নেই সকালে,
কী বা ক্ষতি সব কাজ হারালে ?

চারিদিক নিঝ্ঝুম্ দুপুরে,
কপোতের গুঞ্জন কি সুরে !
মনে হয় তার কাণে
সুর তুলি গানে গানে
কোথা পাব—সে যে নেই কাছেতে
মিছে আশা জাগে শুধু মনেতে।

সন্ধ্যার পরে আসে রাত্রি,
আমি একা স্বপনের যাত্রী।
মিছে জাগা, বসে থাকা,
আকাশেতে শশী রাকা,
জ্যোছনায় উছলিত রাত্রি ;
আমি একা নিরাশার যাত্রী।

সে যে নেই, সে যে নেই কাছেতে—
কি সকাল, কি দুপুর, রাতেতে।
জীবনের সব কাজ,
হারায়েছি তারি মাঝ,
তাই তারে শুধু ডাকি আসিতে
সব ক্ষণে, সব দিবা-নিশিতে।

শুধাই তোমারে বন্ধু আমার

মনে হয় তুমি কত আপনার কত জনমের সাথী,
অনাদি-অতীত যুগ-যুগ ধরি' আছে যেন পরিচয় ;
কত শত নব জীবনের মাঝে জীবন-বাসররাতি
মিলাইয়া গেছে, এ জীবনে তাই নূতন অভ্যুদয়।

শুধাই তোমারে বন্ধু আমার, কেন এত ভালোবাসো ?
আপনার মত কেন এত ভাবো, কেন মোরে কাছে টানো ?
'এই দুনিয়ার ভবঘুরে আমি' যত বলি তুমি হাসো,
আমিত বুঝি না মনের খবর, তুমি শুধু একা জানো।

•

বিশ্বপথের পথিক, তবুও মনে যেন নেশা লাগে,
মনে জাগে যেন নীড়ের স্বপ্ন বসুধার এক কোণে,
তুমি আছ মোর প্রীতির অমিয়া জীবনের পুরোভাগে ;
বেহাগের মাঝে হৃদয় আমার আশাবরী যেন শোনে।

ওসব কিছু না বন্ধু আমার, শোনো বলি তুমি শোনো
মনের ওসব খেয়াল-খুসীর খাপছাড়া পাগলামি ;
ধরণীর ধূলি-ধূসরিত প্রেম আমাদের নেই কোনো,
স্বার্থবিহীন সার্থক প্রীতি ঝরে শুধু দিবাযামী।

রূপে-রসে ভরা এই ধরণীতে মিলিব না মোরা কভু,
মিলিব যে মোরা প্রাণের তীর্থে হৃদয়ের মোহানায়,
জগৎ জানিবে আমরা অমিল, মিলেছি আমরা তবু,
পরিচয়হীন আমরা অজানা, পরিচিত অজানায়।

বেলাশেষে

মনে পড়ে যায় দিবসের এই বিদায়ের শেষ ক্ষণে,
মোর কাণে তুমি যে বাণী শোনালে সবার সঙ্গোপনে :
হৃদয়ের মোর নির্জ্জন তীরে,
অলস পদেতে এলে তুমি ধীরে,
অভিষেক মোর তব প্রেম-নীরে,
জাগিছে আজিকে স্মরণে
এই অবেলায় কেন ডাক হায় গোধূলি আলোক-স্বপনে

অস্ত-রবির করুণ কিরণে ঝরিতেছে তব হাসি,
সাঁঝের কমলে রূপটি তোমার জাগিতেছে পরকাশি' ;
কৃষ্ণকলির সুবাসের মাঝে,
অঙ্গের তব সৌরভ রাজে
বাতাসে তোমার মূর্চ্ছনা বাজে
শাশ্বত পূরবীর ;
হৃদয়ের মাঝে শুনি যেন তব চরণেরি মঞ্জীর

প্রেরণা তোমার সেই বাণী হ'তে লভিয়াছি কত নিতি,
বাজিতেছে তাই জীবনে আমার কত সকরুণ গীতি।
নিত্য-নবীন ঊষার আলোকে,
কি জানি কি এক আশার পুলকে,
ভেসে চ'লে যাই কোন্ সে হ্যালোকে
গাহিয়া তোমারি গান,
বুঝিতে পারি না, সুরটি তাহার, কী যে অভিনব তান।

আর কিছু নয় অনামিকা মোর

নীল মায়া-ঘেরা দূর দিগন্ত সোনালী রোদ,
শিশির-মেশানো শুড়শুড়ি দেওয়া উত্তরে লঘু হাওয়া,
শান্ত উদার, সুনীল আকাশ—কী অনুরোধ,
চেয়ে থাকা শুধু কাঙাল নয়ন—শুধু চাওয়া, শুধু চাওয়া

হেমন্তিকার কনকাঞ্চল রয়েছে পাতা
দিক্‌হারা মাঠ নীরব নিথর সুপ্ত স্বপনাতুর,
সূর্য্য-কিরণে আশিস্-স্নাতা বসুধা মাতা,
আকাশে-বাতাসে দিগ্‌দিগন্তে শান্তি ইমন সুর।

ভালো লাগে এই সোনালীর মায়া একাকী বসি',
শ্যামা জননীর শ্যামল স্নেহটি সোনার দানাতে বাঁধে,
রাখালিয়া বেণু পুলক আনিছে শ্রবণে পশি',
নব পউষের পটের লিখাতে বিগত অতীত কাঁদে।

জীবনে আমার নব রূপায়ণ হঠাৎ একি!
আমার স্বপন সোনায় ফলে যে মাটির ছেলের মত;
জীবনের এই নতুন লেখাটি আজিকে দেখি,
সোনার পউষ,—নতুন জীবন,—শতদল শত শত।

নতুন ছবিটি প্রকৃতির পটে, আমারো তাই,
সোনার ফসলে ভরিল যে আশা, অপরূপ অভিনব;
এই আনন্দ কাঙালের ধন, আর কি চাই,
আর কিছু নয়, অনামিকা মোর, মধুর হাসিটি তব।

র ডাক

পিছন থেকে ডাকল আমায় কে ?
অস্তপারের মেঘের ফাঁকে মুখটি দেখায় যে,
আজকে সাঁঝে ডাকল বুঝি সে ?

স্বপন-পারের শ্যামলা ওগো মেয়ে,
সুদূর পথের যাত্রী আমি নেয়ে,
হাওয়ার টানে চলছি ভরা পালে ;
এমন সময় ডাকলে কেন মোরে ?
যাত্রা আমার কোন্ সে সুরু ভোরে,
ফিরব ঘরে বেলা শেষের কালে।

আজকে থেকে তোমার আসার লাগি'
বাতায়নে রইবে প্রদীপ জ্বালা',
আজকে থেকে রইব রাতি জাগি',
গাঁথব আমি ঝরা ফুলের মালা।

নিশীথ রাতে ঘোমটা দিয়ে আসবে যখন তুমি,
মাল্যখানি পরিয়ে দিয়ে চরণ নেব চুমি,
সফল আমার করবে জীবন তুমি।

একটি পলক

মোর পানে তুমি চেয়েছিলে যবে ফিরে,
জীবন-বীণায় অভিনব সুর বেজেছিল ধীরে ধীরে,
আগমন তব হ'য়েছিল সেই হৃদয়-যমুনা-তীরে।
উদাসী পথিক একাকী সেদিন যেতেছিনু পথ বাহি',
নিরাশ জীবনে বেদনার গীতি গাহি',

অনামিকা

সমুখেতে তুমি এলে,
শান্ত নয়ন মেলে
তৃষিত পরাণে আমি যে রহিনু চাহি'।

ইঙ্গিতে তব পিছনে চলিনু আমি,
সাগর-বেলায় সহসা গেলে যে থামি',
দাঁড়ায়ে রহিনু একা ;
সমুখেতে তুমি নাই,
যত খুঁজি নাহি পাই,
মনে পড়ে সেই দেখা।

একটি পলক ক'রেছে আমারে কবি,
একটি পরশ ফোটায় নয়নে ছবি,
একটি হাসিতে ভাতিছে নূতন সবি।

এসো জীবন-স্বপনময়ী

তুমি নির্ম্মল শুচি সুন্দর,
তোমা পানে চেয়ে প্রাণে জাগে মোর শত গীতি-মর্ম্মর।
সলাজ দীপ্ত উষসী,
অয়ি মর্ত্ত্যবাসিনী রূপসী,
বাণী হ'তে তব ঝরে গো পড়িয়া শত সুধা-নির্ঝর,
তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর।

অনামিকা

তব আয়ত আঁখির পানে চেয়ে থাকি অনিমিখ,
তব শান্ত রূপের গানে মুখরিত সবি দিক।
আমার হৃদয়-বনে
তুমি আসিলে সঙ্গোপনে,
উতল-ব্যাকুল মানস-ভ্রমর পেলো গীতি-গুঞ্জর,
তুমি সুন্দর, চির-সুন্দর।

তুমি পেলব শুভ্র করবী, শরতের শতদল,
তুমি সজল কুসুম-সুরভি, কাজল আঁখির জল।
মনের মানসী অয়ি,
এসো জীবন-স্বপনময়ি,
শত বীণাতারে রণিয়া উঠুক মোর হৃদি-কন্দর
তুমি সুন্দর, চির সুন্দর।

শুভ লগ্ন

আজকে তোমার লগ্ন আসার প্রিয়,
দিগন্তে তাই রক্ত মেঘের রঙীন উত্তরীয়;
আজকে তোমার লগ্ন আসার প্রিয়।
রথীর বেশে আস্‌ছ তুমি আজ
আলোর রথে শুক্লা রাতের মাঝ:
বাতাস যেন তাই হে মহারাজ,
বল্‌ছে সুরে সুরে,
নিশীথ-রাতে আস্‌বে প্রিয় আজ, আমার গোপন পুরে।

অনামিকা

তোমার আসার পথটি চেয়ে কাট্‌ল কতই দিন,
বাদল-রাতি, উজল প্রভাত, ধূসর মলিন সাঁঝ ;
তোমার প্রেমের গানটি গাহি' ছিন্ন আমার বীণ্
রিক্ত আমি পূর্ণ তুমি—নেইকো কোন কাজ,
আমার নেইকো কোন কাজ।
তাই বুঝি আজ নিশীথ রাতে সবার গোপনে
বঁধুর বেশে আস্‌ছ তুমি প্রিয় ?
উজল ভাতি মধুর হাসি তোমার নয়নে,
মলিন আমার মাল্যখানি নিও।
প্রদীপ আমার সদাই ছিল জ্বালা,
দীপ্ত ছিল পূজার বরণ-ডালা,
শূন্য এবে আমার গীতির মালা
পূর্ণ করি নিও,
জ্বালিয়ে নিও পরাণ-প্রদীপখানি
স্বপন-পারের দীপ্তি নূতন আনি',
নূতন যে গান গাইব আমি জানি,
সুরটি তুমি দিও
আজ যে তোমার লগ্ন আসার প্রিয়।

দিওনাকো পরিচয়

জীবনের তটে আজিকে দাঁড়ায়ে
কত কথা মনে হয়—
মোর কাছে তুমি চির অনামিকা
দিওনাকো পরিচয়।

অনামিকা

অজানার পথে অভিযান মোর,
অমা-যামিনীর আঁধারিমা ঘোর—
তোমার লাগিয়া সারাটি জীবন করিনু যে অভিসার,
যুগে যুগে তাই পরায়েছ গলে কত শত প্রেমহার।
সীমার মাঝেতে বেদনা ও ব্যথা
জীবনের পরাজয়,
অসীমের বুকে অনাহত গান
আবেশ পুলকময়।

তোমারে জানিতে কত যে প্রয়াস
পথিকেরা মোরে করে উপহাস
চিনেও চিনি না স্বরূপ তোমার
আলো-ছায়া তনিমা,
দিওনাকো মোরে তব পরিচয় অনামিকা অসীমা।

লুকোচুরি

মনের কোণে পরশ দিয়ে
লুকিয়ে চলে যাও
মেঘের বুকে তড়িৎ-রেখা
কোন্ গহনে ধাও।

আমার সাথে তোমার কেন
এমন লুকোচুরি,
ক্ষণিক তোমার রূপের আভায়
অঝোর নয়ন ঝুরি।

অনামিকা

আমার মাঝে তোমার আসন
লভুক অসীমতা
তোমার ধ্যানে আমার মনের
মুছুক মলিনতা।

অচেনা

কেমন ক'রে চিনবো তোমায় রাণি,
লুকোচুরির রঙীন খেলায় কেবলি হার মানি।
এসেছিলে বিজন প্রাতে
শিহর-ভরা দখিন বাতে,
অজানিতে হাওয়ার বুকে রাখলে গোপন বাণী।

জীবন ভরি' তোমার পথে এমনি চলা শুধুই মায়া
অশ্রু-ব্যাকুল মিলন-আশে কখন আলো কখন ছায়া।
জনম ভরি' তোমার সাথে
উজল দিনে আঁধার রাতে
যাত্রা আমার এমনি করেই শেষ হবে না জানি।

স্মৃতি

তোমায় আজি প'ড়ছে মনে এই ক্ষণে
চাঁদের আলোয় শিউলি বনে নির্জ্জনে।
নীল আকাশে হাতছানি দেয় ঘুমপরী
ধীর বাতাসে জাগছে তরু মর্ম্মরি'
দূর-বিহগী একলা ডাকে কোন্ বনে!

অনামিকা

এই যামিনী ছন্দহারা নিঃস্ব,
রিক্ত আজি তোমায় ছাড়া বিশ্ব ;
কোথায় তুমি, কোন্ সুদূরে,
পাই যে তোমায় গানের সুরে,
তোমার সাথে আমার মিলন মনে মনে।

অবদান

আমায় তুমি বাসলে ভালো তাই ত মধুর লাগে
আলো-ছায়ার ধরার বুকে কা'র ছবিটি জাগে !
চাঁদের হাসি শরৎ-রাতে,
অরুণ রবি নবীন প্রাতে,
আমায় যখন রাঙিয়ে তোলে—তোমার সে যে দান
আমার মাঝে তোমার প্রেমের গভীর অবদান।

শ্যামল মেয়ের আঁচলখানি যখন দেখি দোলে,
মাঠের বুকে সবুজ মায়া শিহর তখন তোলে।
নীল আকাশে মেঘের ফাঁকে
বলাকারা যখন আঁকে
তোমার প্রীতির মধুর স্মৃতির গহীন আলিপন,
আমি তখন তোমার মাঝে অতল নিমগন।

দীঘির বুকে স্বতঃই জাগে কুমুদ-শতদল,
ঢেউয়ের তালে নাচতে দেখি হর্ষ-ছলোছল।
কলমী-লতা আপন ভুলে
বাতাস লাগি' উঠছে দুলে,
কোমল তোমার হাতের পরশ জাগায় শিহরণ
আমার মনের গোপন বীণায় কতই আলাপন !

অনামিকা

সাঁঝ-আকাশ সোনার রবি অস্ত যবে যায়,
পল্লীবালার উজল ভালে সিঁদুর যেন ভায় !
প্রিয়তমের কোমল বুকে
সন্ধ্যা মেয়ে মুদ্‌ছে সুখে
নয়ন ছুটি প্রথম প্রেমে গোপন নিরালায়,
একটি কোণে সাঁঝের তারা মুখটি তুলে চায়।

জগৎ-শোভা মোর আঁখিতে জাগায় রূপের ছবি,
তোমার ধ্যানে, তোমার প্রেমে তাই ত আমি কবি
সোনার কাঠি তোমার হাতে—
মঞ্জু তব নয়ন-পাতে
নীরব মনের আঁধার কোণে উঠ্‌ল ফুটে আলো
এমনি ক'রে মোর হৃদয়ে দীপ-শিখাটী জ্বালো।

অনুরাগ

ঝর ঝর ঝর ঝর বাদল ঝরে,
উন্মনা মন কাঁদে কাহারি তরে।
বরষারি অনুরাগে
স্মৃতিখানি কা'র জাগে—
ছল ছল মেঘ-ছায়া মনেরি' পরে
উদাস ব্যাকুল এই পূবালী সাথে
শাওন-ঘন এই তামসী রাতে
হিয়া মোর চলে যায়
এই ঘন নিরালায়
বিরহী যেথা কাঁদে আমারি তরে

তোমায় কভু ভুলব না

জীবন-পথে চলতে আমি তোমার কথা ভুলব না,
জীবন-স্মৃতির খাতার পাতায় নামটি তোমার মুছব না।
তোমার ভালোবাসা, প্রীতি,
চির-নবীন ভোরের গীতি,
পুলক ভরা সুরের আলোয় জাগায় নিতুই কল্পনা ;
এই দুনিয়ার চলার পথে তোমায় কভু ভুলব না।

তুমি এলে সন্ধ্যাতারার মিষ্টি আলো আকাশ-বুকে,
ক'রলে উজল হৃদয় আমার কত শত নীরব দুখে।
উদার তোমার ভালোবাসা,
ফোটায় আমার মৌন ভাষা,
সাঁঝ-সকালে বর্ষা-প্রাতে, শরৎ-রাতে কতই না,
বন্ধু, আমি তোমার কথা এই জীবনে ভুলব না।

ভোরের তুমি শিউলি কুসুম শিশির-স্নাতা সুবাসময়,
অরুণ রবির সোনার আলো ছন্দে ভরা পুলকময়।
ধরার মেয়ে দীপশিখাটি,
চাঁদের আলো রূপ-লিখাটি,
জড়িয়ে আছে তোমায় ঘিরে শতেক যুগের স্বপ্ন না,
বন্ধু, শোন তোমায় বলি, তোমায় কভু ভুলব না।
ভুলবো না গো বন্ধু আমার, তোমায় কভু ভুলব না,
জীবন ভরি তোমার আসন—কল্পনারি আল্পনা ;
জানাই তোমায় মধুর প্রীতি,
আমার প্রাণের এই যে গীতি
পাঠাই তোমায় গানের সুরে ভরুক তারি মূর্চ্ছনা
ধরার বুকে, বন্ধু, আমি তোমায় কভু ভুলব না।

শেষ